বাংলাদেশে গুগল পে চালু হচ্ছে কাল, ডিজিটাল লেনদেনে নতুন যুগের সূচনা

সংগৃহীত ছবি

LENS ASIA

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হতে যাচ্ছে গুগলের জনপ্রিয় ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা 'গুগল পে'। আগামীকাল, ২৪ জুন রাজধানীর পাঁচতারকা একটি হোটেলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। এতে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর ও ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি এন. জ্যাকবসন।

প্রাথমিকভাবে সেবা সীমিত থাকছে শুধু সিটি ব্যাংকের গ্রাহকদের জন্য। যাঁদের কাছে সিটি ব্যাংকের ভিসা বা মাস্টারকার্ড রয়েছে এবং অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন ব্যবহার করছেন, তাঁরা গুগল ওয়ালেট–এর মাধ্যমে নিজেদের কার্ড যুক্ত করে গুগল পে ব্যবহার করতে পারবেন। ফোনে কার্ড সংযুক্ত করার পর দোকানে বা রেস্টুরেন্টে গিয়ে শুধু ফোন ট্যাপ করেই পেমেন্ট সম্পন্ন করা যাবে। এতে প্লাস্টিক কার্ড ব্যবহারের প্রয়োজন হবে না।

এই প্রযুক্তি এনএফসি (নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন) পদ্ধতিতে কাজ করে, যা বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। গুগল পে–এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর টোকেনাইজেশন প্রযুক্তি। এতে কার্ডের আসল নম্বর ব্যবহৃত না হয়ে এক ধরনের ভার্চুয়াল টোকেন তৈরি হয়, যার মাধ্যমে লেনদেন সম্পন্ন হয়। ফলে তথ্য চুরির ঝুঁকি কমে এবং লেনদেন হয় অনেক বেশি নিরাপদ। ছোট অঙ্কের লেনদেনের ক্ষেত্রে পিন না দিয়েই পেমেন্ট করার সুবিধাও থাকবে।

সেবা ব্যবহারে গুগলের পক্ষ থেকে আলাদা করে কোনো চার্জ নেওয়া হবে না। তবে গ্রাহকের ব্যাংক বা কার্ড প্রতিষ্ঠানের কিছু সার্ভিস ফি থাকলে তা প্রযোজ্য হতে পারে।

বাংলাদেশে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীর সংখ্যা খুব বেশি হওয়ায় গুগল পে–এর সম্ভাবনা ব্যাপক। দেশের নগদবিহীন লেনদেন ব্যবস্থাকে সহজ ও আধুনিক করতে এটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। গুগল পে চালুর ফলে মোবাইলের মাধ্যমেই নির্ভরযোগ্য, দ্রুত ও নিরাপদ পেমেন্টের সুযোগ তৈরি হলো।

গুগল পে এখন শুধু একটি অ্যাপ নয়, বরং স্মার্ট জীবনধারার অংশ। ব্যাংকিং, কেনাকাটা, রেস্টুরেন্টে বিল পরিশোধ, এমনকি ট্রান্সপোর্ট পেমেন্টও ভবিষ্যতে এর আওতায় আসতে পারে। সিটি ব্যাংক এই সেবায় প্রথম অংশীদার হলেও, ভবিষ্যতে আরও ব্যাংক এতে যুক্ত হবে বলে জানা গেছে।

গুগল পে চালু হওয়াকে দেশের প্রযুক্তি ও ফিনটেক খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথে আরেকটি বড় পদক্ষেপ বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।